কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

গবেষণা ও প্রকাশনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিএসআইআর এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর >> পড়ুন শেষ পাতায়

সকলকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান উপাচার্যের >> পড়ুন ৩ এর পাতায়

কুবি শিক্ষকদের উচ্চমানের জার্নালে প্রকাশনা >> পড়ুন ৩ এর পাতায়

৬ষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ২০২৩)। শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি. ১৫ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ১৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি www.cou.ac.bd (CoU Barta), http://www.facebook.com/PR.office

আবারও ভর্তিচ্ছুদের পছন্দের শীর্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

বার্তা প্রতিবেদক

২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের পর আবারও গুচ্ছ ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনের প্রেক্ষিতে ভর্তিচ্ছুদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এবার এক হাজার ৩০টি আসনের বিপরীতে মোট আবেদন পড়েছে ২২ হাজার ৭৪ টি এবং আসন প্রতি লড়বে ২১ জন শিক্ষার্থী।

ভর্তি পরীক্ষার টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান ড. মাহমুদুল হাসানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এবারের গুচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন পড়েছে ২২ হাজার ৭৪ টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা এক হাজার ৩০ টি। অর্থাৎ এক আসনের বিপরীতে কুবিতে আবেদনকারীর সংখ্যা ২২ জন।

৩০০ উপরে সিট আছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আসন প্রতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আবেদন পড়েছে। গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আসনসংখ্যার অনুপাতে কুবির অবস্থান শীর্ষে।'

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্তিপূর্ণ, গবেষণাসমৃদ্ধ উচ্চমানের জার্নালে প্রকাশ, গুণী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় নিয়ে আসা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থানসহ ডিজিটাল লাইব্রেরি, সুস্থ ও পরিষ্কার ক্যাম্পাস, স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্মাননার ব্যবস্থা আমরা করেছি। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করতে হবে।'

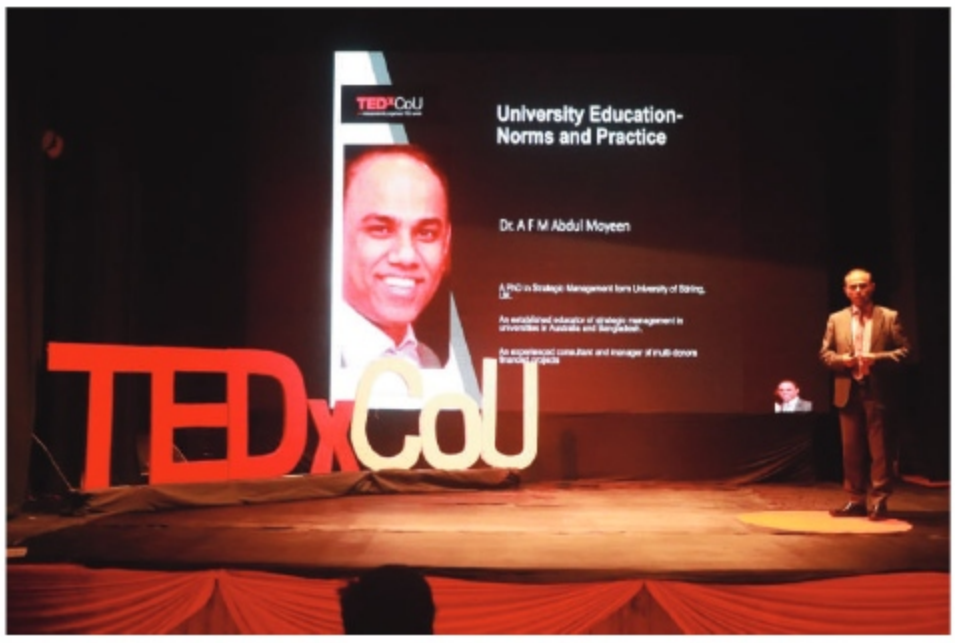

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য গত ৩০ শে সেপ্টেম্বর সমাজে ক্ষমতায়ন, উন্নয়নে অগ্রগতি, মানব কল্যাণ ও টেকসই বিশ্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কীভাবে উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানো উচিত সে বিষয়ে টেডেক্স বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্বমানের এই আয়োজনে জড়িত অসাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এই আয়োজনে তাদের প্রকৃত শিক্ষা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী প্রদর্শনের জন্য এই সুযোগটি ব্যবহার করার জন্য উপাচার্য ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সমানুভূতি তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি শিক্ষকদেরকে শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ দর্শন গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। সর্বোপরি, শিক্ষার্থীরা যাতে ভাসা ভাসা শেখার চেয়ে গভীরভাবে শিখতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

নতুন রাষ্ট্রপতিকে কুবি উপাচার্যের অভিনন্দন

বার্তা প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. সাহাবুদ্দিনকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। বুধবার (২৬ এপ্রিল) সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অভিনন্দন বার্তায় উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন,'বাংলাদেশের

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. সাহাবুদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অগ্রযাত্রাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পথপ্রদর্শক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন বলে আমি মনে করি।'

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

* উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি
* গিনেস বুক অব রেকর্ডসে কুবি শিক্ষার্থী

>> পড়ুন ২ এর পাতায়

মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক মানের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর

বার্তা প্রতিবেদক

কুবি উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈনের উপস্থিতিতে ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া সারাওয়াক (ইউনিমাস) ও সানওয়ে ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া এর সাথে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী।

এমওইউ অনুযায়ী, ইউনিমাসের সাথে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উভয় দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সংক্রান্ত কার্যক্রমে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে।

গত ২১ জুলাই ইউনিমাস ও ২৫ জুলাই সানওয়ে ইউনিভার্সিটির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন করে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের স্থায়িত্বকাল ৫ বছর।

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

রচিত হলো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে শিল্পক শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে থিম সং। ছবি: অনন মজুমদার

বার্তা প্রতিবেদক

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথমবারের মতো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে থিম সং বানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশন-ভিশন সামনে রেখে প্রথমবারের মতো এটি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭তম সিন্ডিকেট সভায় থিম সংটির অনুমোদন দেওয়া হয় এবং ২৮ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এই থিম সং এর উদ্বোধন করা হয়।

থিম সংয়ের ভাবনায় ছিলেন উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। গানের কথা লিখেছেন উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক অমিত দত্ত ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী এম. আনিছুল ইসলাম। সুর করেছেন অমিত দত্ত। কণ্ঠ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্ল্যাটফর্ম, প্রতিবর্তন ও অনুপ্রাসের সদস্যরা।

উপাচার্য ছাড়াও তত্ত্বাবধানে ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এনএম রবিউল আউয়াল চৌধুরী , নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হলের প্রভোস্ট মো. জিল্লুর রহমান এবং প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী। সংগীত আয়োজন করেছে রোজেন মিউজিক স্টেশন, ঢাকা।

বিষয়টি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'গানটির মূল কথা এগিয়ে যাবে সব সময় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। গানটি শুনলে শিক্ষার্থীরা যেন অনুপ্রেরণা পায় ঠিক সেভাবেই লেখা হয়েছে। এটি তৈরিতেও তেমন অর্থ খরচ হয়নি। কারণ আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই তৈরি করেছেন।'

গবেষণা

গবেষণায় বরাদ্দ বেড়েছে ২৮ লাখ

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে গবেষণা খাতের জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা গতবছরে ছিল এক কোটি ৭২ লাখ। গতবারের তুলনায় এবছর গবেষণা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ২৮ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব দপ্তরের তথ্যমতে, গত ১৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭তম সিন্ডিকেট সভায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য ৬১ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকার বাজেট পাস হয়। যার মাঝে ২০২৩-২৪ সালের জন্য বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গবেষণা খাতে এই বরাদ্দের পরিমাণ এইবার দুই কোটি টাকা। যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল এ কোটি ৭২ লাখ টাকা। অর্থাৎ গবেষণা খাতে এ বছর বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গতবছরের তুলনায় এই বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গবেষণা খাতে বরাদ্দ বেশি দিয়েছে। যা আমাদের শিক্ষকদের জন্য

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

প্রিডেটরি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা গ্রহণযোগ্য নয়

কুবি সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের পদোন্নতি ও চাকুরী স্থায়ীকরণের জন্য নিয়োগপত্রে বর্ণিত গবেষণা প্রকাশনা বাধ্যতামূলক এবং তা অবশ্যই স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে- এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার বলেন, এটা এবার প্রথমবারের মতো যুক্ত করা হয়েছে। আগে প্রিডেটরি জার্নালে যে কেউ গবেষণা প্রকাশ করে প্রমোশন নিয়ে নিতো। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে লক্ষ্য সেটা অসম্পূর্ণ রয়ে যেত। আশা করি আমরা উন্নত মানের গবেষণার মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনে এগিয়ে নিব।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন এনএম রবিউল আউয়াল চৌধুরী বলেন, আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রিডেটরি জার্নাল আসলে কোনো জার্নালই না। এখানে টাকা দিয়েই গবেষণা ছাপানো যায়। পৃথিবীর কোথাও এই জার্নাল গ্রহণযোগ্য না। এখানে যা লিখা হয়, টাকা দিয়েই তা প্রকাশ করা যায়।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নামের পাশে যদি এই জার্নালের নাম থাকে তাহলে এটি খুবই অসম্মানজনকভাবে দেখা হয়। এই সিদ্ধান্তটি অনেক বোল্ড একটি সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের প্রিডেটরি জার্নালে গবেষণা প্রকাশ করে কোনো ধরনের প্রমোশন বা সুবিধা পাওয়া উচিত না।

> যে কোন শিক্ষকের নিয়োগ স্থায়ী হতে গেলে তার প্রকাশিত গবেষণা ইম্প্যাক্ট-ফ্যাক্টরসহ স্বীকৃত কোন জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে।
> -কুবি উপাচার্য

সূত্র মতে জানা যায়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬তম সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষকদের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ীর জন্য চারটি শর্ত দেওয়া হয়েছে।

শর্তগুলো হলো- প্রিডেটরি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

গবেষণায় বরাদ্দ

প্রথম পাতার পর

অনুপ্রেরণামূলক। যদি শিক্ষকেরা কাজ করে আর বাজেটে ঘাটতি আসে তবে এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, ইউজিসি থেকে কর্মকর্তা এসে পরিদর্শন করে জানিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বেড়েছে। তাই ফান্ডও তারা বাড়িয়েছে। এবার আমাদের দুইটি বিষয়ে নজর ছিল। গবেষণার গুণগতমান উন্নয়ন এবং ভালো র‍্যাংকিংয়ের জার্নালে প্রকাশ করা। আমরা শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরও আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফান্ডের আওতায় আনতে উৎসাহিত করেছি। এইবারের গবেষণা প্রস্তাবগুলোর প্রেজেন্টেশন আমি ও কোষাধ্যক্ষ সাহেব উপস্থিত থেকে দেখেছি। প্রতি বছরের সেরা গবেষণাকে আমরা গবেষণা তহবিল পুরস্কৃত করার চেষ্টা করবো।

গিনেস বুক অব রেকর্ডসে কুবি শিক্ষার্থী

বার্তা প্রতিবেদক

সর্বোচ্চ বার ড্রামস্টিক ঘুরিয়ে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ডে নিজের নাম লিখেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী ইরফান আনোয়ার তুষার।

মঙ্গলবার (১১ জুলাই) ইরফানকে পাঠানো একটি মেইলের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে গিনেস কর্তৃপক্ষ। ২১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টন কোর্টে ৩০ সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ৬৫ বার এবং এক মিনিটে সর্বোচ্চ ১২৫ বার ঘুরিয়ে দুটি রেকর্ড করেন তিনি। রেকর্ডটি করার জন্য গত ২২ জানুয়ারি তিনি আবেদন করেন এবং ২১ মার্চ তিনি এ রেকর্ড করলে গত ৭ জুলাই ই-মেইলে তাকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

প্রথম রেকর্ডটির মাধ্যমে আমেরিকার ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা কেন্ট সাইপার্টকে (Kent Cypert) এবং দ্বিতীয় বিশ্বরেকর্ডটি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ব্রান্ডেন ক্যালবাইয়ের (Brendan Kelbie) থেকে ছিনিয়ে নেন কুবির এই শিক্ষার্থী।

এ বিষয়ে ইরফান বলেন,'ছোটবেলা থেকেই গিনেস বুক রেকর্ড সম্পর্কে জানতাম। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিনেস বুক রেকর্ড হোল্ডার থাকলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। সেখান থেকে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘ ছয় মাস রেকর্ড গড়ার করণীয় ও খুঁটিনাটি জানতে সময় লেগে যায়। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২২ জানুয়ারি গিনেস বুক রেকর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জমা দিই।'

এ রেকর্ড গড়ার পেছনে অনুপ্রেরণার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন,'আমার এই অর্জনে আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে আমার দুই বন্ধু মো আশিকুর রহমান ও রবিউল আলম। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল শিক্ষকই আমাকে সাহায্য করেছে বিশেষ করে বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদ স্যার ও মোশাররফ স্যার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আমাকে এই রেকর্ড করতে সহযোগিতা করেছেন।'

ভবিষ্যতে আরও রেকর্ডে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বলেন,'আমি আরও তিনটি রেকর্ডের জন্য আবেদন করেছি এবং খুব দ্রুত একটি আবেদনে অংশ নেবো।'

ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থী উপদেষ্টা মো. জাহিদ হাসান বলেন, 'আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ রকম অর্জন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্বের। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত ইরফান আনোয়ারই প্রথম গিনেস বুক অব রেকর্ডে নাম লেখানোর গৌরব অর্জন করেছেন। শিক্ষক হিসেবে আমি তার মধ্যে সাফল্য অর্জনের যে একাগ্রতা দেখেছি সেটা তাকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ইরফান আনোয়ার তুষার

নতুন রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন

প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন, 'দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদানসহ সার্বিকভাবে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি। আমরা যেন উন্নত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার মান আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই ব্যাপারেও ভূমিকা রাখবেন তিনি। আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ জীবন এবং সফলতার সাথে যেন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই কামনা করছি।'

উল্লেখ্য, গত সোমবার (২৪ এপ্রিল) বঙ্গভবনের ঐতিহাসিক দরবার হলে রাষ্ট্রপতি পদে শপথ পাঠ করেন মো. সাহাবুদ্দিন। তিনি ১৯৪৯ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ১৯৬৬ সালে এসএসসি, ১৯৬৮ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে এইচএসসি ও ১৯৭১ সালে (অনুষ্ঠিত ১৯৭২ সালে) বিএসসি পাস করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং পাবনা শহীদ অ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন আইন কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন।

এর আগে ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এ সময় মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন তিনি। ১৯৭৪ সালে পাবনা জেলা যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান।

কর্মজীবনে মো. সাহাবুদ্দিন পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসেবে ১৯৮০ সালে আইন পেশায় যোগ দেন। ১৯৮২ সালে মুন্সেফ (সহকারী জজ) পদে যোগ দেন। তিনি যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা ও দায়রা জজ পদে দায়িত্ব পালন করে ২০০৬ সালে অবসরে যান। এরপরে ২০০৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুদক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

প্রিডেটরি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা

প্রথম পাতার পর

হবে না, স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ীর জন্য নিয়োগপত্রে বর্ণিত গবেষণা প্রকাশনা অবশ্যই ইমপ্যাক্ট-ফ্যাক্টরসহ স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে, স্থায়ী পদে চাকরির আবেদন বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে, ফার্স্ট অথর অথবা করেস্পন্ডিং অথর ব্যতীত একই গবেষণা দিয়ে একাধিক শিক্ষকের স্থায়ী পদে চাকরি স্থায়ীর আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কোন শিক্ষকের নিয়োগ স্থায়ী হতে গেলে তার প্রকাশিত গবেষণা ইম্প্যাক্ট-ফ্যাক্টরসহ স্বীকৃত কোন জার্নালে প্রকাশিত হতে হবে। কোন প্রিডেটরি জার্নালে পাবলিশ করলে আপগ্রেডেশনে বিবেচনা করা হবে না। এর ফলে শিক্ষকরা ঐ ধরনের গবেষণায় নিয়োজিত হবে যা পজিটিভ প্রভাব ফেলবে এবং হাই কোয়ালিটি জার্নালে প্রকাশ করার জন্য প্রয়াস চালাবে। এরকম গবেষণা একজন শিক্ষককে যেমন দক্ষ করে তুলবে তেমনি শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবে।'

মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ

প্রথম পাতার পর

প্রথমে ইউনিমাসের ও এরপর সানওয়ে ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়ার সাথে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে উভয় দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু সুবিধা পাবে। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই গবেষণা সহযোগিতা, ছাত্র বিনিময়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজকে অগ্রসর করতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করতে পারলে সেখানে মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে পারবে। এছাড়াও সেখানকার শিক্ষকদের সাথে গবেষণা করতে পারবে। সেখানকার শিক্ষার্থীরাও একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত কুবির রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী বলেন, আমাদের উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল

এ বিষয়ে উপাচার্য ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এই চুক্তি গবেষণা ও শিক্ষার অগ্রগতি বাড়াবে যা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে নতুন উচ্চতায়।

তিনি আরও বলেন, এটি আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য যে সুযোগগুলি তৈরি করেছে তা সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক

শেষ পাতার পর

দেইনি। বিভাগের প্রথম ব্যাচ হিসেবে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। সবকিছুর মধ্যেও শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে আজকে আমার এই অর্জন। ছোটবেলা থেকে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন দেখছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার।'

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী তাসলিমা আক্তার বলেন,'প্রথমত সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত হওয়ায় খুবই ভালো লাগছে, এটা আনন্দের বিষয়।'

তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সাথে সংযুক্ত রয়েছি এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন চাকুরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে গবেষণা নিয়ে থাকার ইচ্ছে আছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগবে।'

পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী সনিয়া আক্তার বর্তমানে বেসরকারি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তাঁর লক্ষ্য তিনি কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন।

সনিয়া আক্তার বলেন, শিক্ষকতা আমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করি, কোনো একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবো এইটাই আপাতত লক্ষ্য। স্বর্ণপদক মনোনয়নের ব্যাপারে তিনি বলেন,'যেকোনো পুরস্কার পেতেই ভালো লাগে। আর এইটা তো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর থেকে। তাই এটার গুরুত্ব অনেক বেশি আমার কাছে। আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমার এই জার্নিটা মোটেই সহজ ছিল না, অনেক খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এই সময় অনেকেই আমার পাশে ছিলেন।'

এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ। যারা প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত তাদেরকে অভিনন্দন। আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি এটা তারই চিহ্ন। সামনে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি

হুমায়রা কবির

লালমাটির ক্যাম্পাসে তরুণ শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল বা নীল বাসেও চলে আলাপ। দোস্ত জিআরই নাকি আইইএলটিএস।

উচ্চশিক্ষা আর গবেষণা দুটো শব্দ প্রায়ই একসঙ্গে ব্যবহারের কারণ কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এই দুটো বিষয় একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণত স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল আর পিএইচডি ডিগ্রিকে উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার এই স্তরে এসে শুধু মুখস্থ বিদ্যা ও তা পরীক্ষার খাতায় লিখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। উচ্চশিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজের মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজের মতামত ও জ্ঞান মূল্যায়নের প্রয়োজন পড়ে। গবেষণায় হাতেখড়ি হতে পারে উচ্চশিক্ষার প্রথম ধাপ। তাই যারা দেশে বা বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী, তাঁদের গবেষণা করার মানসিকতা থাকতেই হবে।

নিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাপিয়ে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় অবদান রাখতে কুবি শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাড়ি জমাচ্ছেন দেশের বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বর্তমান অবস্থান বলে দিচ্ছে উচ্চশিক্ষায় গবেষণাই এখন তাদের প্রথম পছন্দ। আইন বিভাগের ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী নুসরাত (ছদ্মনাম) জানান, আমার বাইরে পড়াশোনা করার ইচ্ছা কলেজ জীবন থেকেই। তবে তখন কীভাবে শুরু করবো এরকম কোন ধারণা ছিল না। তাই আর এগোতে পারিনি। তবে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম পড়াকালীন আমি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করি।

এলএলএম এর পড়াশোনা শেষে আইইএলটিএস পরীক্ষা দেই। এখন বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আমার পছন্দের সাবজেক্ট অনুযায়ী দেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিলেক্ট করে আপাতত একটা শর্ট লিস্ট করছি। পাশাপাশি পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে গিয়ে তাদের প্রোগ্রাম কারিকুলাম, তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া কেমন হবে তার খুঁটিনাটি চেক করছি এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করছি।

আমার আসলে রিসার্চ বেজড পড়াশোনায় ভাল লাগে। এখন আমার সাবজেক্ট সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা আছে, তবে আমি মনে করি বাইরের দেশের ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেলে সেটা আরও অ্যাডভ্যান্স লেভেলের হবে। যেহেতু আমাদের দেশের তুলনায় বাইরে রিসার্চ সুবিধা অনেক বেশি এবং উন্নত, সাথে অনেক এক্সপার্টদের থেকে শেখার ও কাজ করার সুযোগ থাকবে। তাই আমি বাইরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে গবেষণাকেই এগিয়ে রাখছি।

মার্কেটিং বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার রেজা জার্মানিতে স্থায়ী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা আমার অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে অনেক বেশি ভ্যালু অ্যাড করবে।

বাহিরে যাওয়ার প্রিপারেশন বলতে সবার আগে ঠিক করতে হবে আমি কোন দেশে যেতে চাই আর কেন? আমার কাছে জার্মান বেশি সুইটেবল মনে হয়েছে। যেহেতু সেখানে পড়াশোনার খরচ কিছুটা হলেও কম এবং পার্ট টাইম জব করে নিজের খরচ চালানো সম্ভব।

আমি এখন আইইএলটিএস পরীক্ষায় বসার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। যেহেতু জার্মানিতে ভিসা অ্যাপোয়েন্টমেন্ট পাওয়ার ওয়েটিং পিরিয়ড প্রায় ২ বছর। তাই আমার টার্গেট ২০২৫ এর সামার সেশন।

ফিন্যান্স ১২ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শামীমা আক্তার ডেনমার্কে গিয়ে ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, আমি আমার বিবিএ শেষ করেছি এবং আমার পরবর্তী পরিকল্পনা হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে এমবিএ করা। উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার আগে গবেষণা অনেক বড় একটা বিষয় কারণ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নির্ভর হলেও দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষাতে গবেষণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আমি মনে করি বর্তমানে দেশের বাইরে পড়তে যাওয়া অনেক তরুণ শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন। যারা ভাবছেন প্রস্তুতি নিতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছে বা এখন আর কিছু করার নাই আমি তাদেরকে পরামর্শ দেব এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করতে।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বাড়াতে সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন এবং বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা। শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ গবেষণায় যুক্ত করছেন আগ্রহী শিক্ষার্থীদের। এগিয়ে যাচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দেশ ছাপিয়ে বিদেশের মাটিতে জ্ঞানের ছাপ রাখছে শিক্ষার্থীরা।

দুর্নীতি বিষয়ে উপাচার্যের বক্তব্য

শেষ পাতার পর

যুক্তিযুক্তভাবে কোনো তত্ত্ব, ধারণা বা বিষয়কে উপস্থাপন করতে পারে। এ জন্য আমি বক্তব্যে 'কন্ট্রাডিক্ট', 'আর্গুমেন্ট' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভিত্তিক বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছি এবং যেকোনো বিষয়ে বিপরীতমুখী চিন্তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি। আর এই শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মূল দর্শন। আমি বক্তব্যে দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উদাহরণ হিসেবে এনে 'ক্রিটিক্যাল' চিন্তার মাধ্যমে কীভাবে শিক্ষার্থীরা কোনো তত্ত্ব বা ধারণা বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে-তার অবতারণা করেছি মাত্র। কোনোভাবেই তা দুর্নীতিকে উৎসাহ দেওয়া নয়।

কিন্তু উক্ত শিক্ষার্থী আমি যে উদাহরণ দিয়েছি তার আগের-পরের অংশ কেটে, সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে কেবল খণ্ডিত অংশ নিয়ে আলোচনার মৌলিক উদ্দেশ্য ও অর্থকে বিকৃত করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে হেয় করার জন্য 'সংবাদ' প্রেরণ করে এবং 'মিসলিডিং' শিরোনাম দিয়ে 'সংবাদ' প্রকাশ করা হয়।

বারবার দাবি করা হচ্ছে, বক্তব্যের অডিও রেকর্ড আছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এ বক্তব্য সম্পাদনার মাধ্যমে দুই আড়াই মিনিটের মধ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উদাহরণের অংশটুকুই কেবল প্রচার করা হয়েছে। আমি ওইদিন আরও অনেক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি, যার সঙ্গে প্রচারিত অডিও'র বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু মূলকথা বাদ দিয়ে কেবল উদাহরণ দেওয়া একটি অংশকে কেটে সংবাদ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার নিশ্চয়ই আদর্শ সাংবাদিকের কাজ নয়।

আমি একজন সচেতন নাগরিক সর্বোপরি একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে মনে করি, এই অসত্য, অতিরঞ্জিত এবং বিকৃত শিরোনামের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করা বা বিবৃতি প্রদান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন তথা মুখস্থবিদ্যা থেকে সরিয়ে এনে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে নিত্যনতুন জ্ঞান তৈরি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল একাডেমিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে।

আমি সংবাদ ও সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে নই। বরং সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি অপপ্রচার ও অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে। আমার জানা মতে, কারো মন্তব্য খণ্ডিত আকারে প্রকাশ বা প্রচার করে বিভ্রান্তি তৈরি করা 'ডিসইনফরমেশন' তথা ভুল তথ্যেরই অংশ। আর এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সংবাদকর্মী ও সুনাগরিকেরাও সবসময়ই সোচ্চার। সেই হিসেবে তাঁদের অবস্থান ও আমার অবস্থানের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

আমি কোনো শিক্ষার্থীরও বিরুদ্ধে নই। একজন শিক্ষক হিসেবে তা আমার জন্য নৈতিকও নয়। বরং কোনো শিক্ষার্থী যাতে কারো মাধ্যমে প্ররোচিত হয়ে বিপথে ও অসৎ চিন্তা না করতে পারে সেদিকটিও দেখা উপাচার্য ও শিক্ষক হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবু ঘটনা বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে মনে করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময়ে মনগড়া ও মিথ্যা সংবাদ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছে। নিয়োগ বোর্ড বসার আগেই কাল্পনিকভাবে সংবাদ করে 'কাকে কাকে উপাচার্য নিয়োগ দিচ্ছেন'- সেই সংক্রান্ত কাল্পনিক সংবাদ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত শিক্ষার্থী কয়েক সপ্তাহ আগে র‍্যাগিং-এর মতো অপরাধে জড়িত হয়েছে- যার প্রাথমিক প্রতিবেদন কিছুদিন আগেই জমা দেওয়া হয়েছে।

আমি সবিনয় আবেদন করে বলতে চাই, ওই সংবাদকে কেন্দ্র করে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিষোদগার করা হয়েছে, যা এখনো চলমান। আমার ব্যক্তিজীবনের অতীত এবং বর্তমানের তুলনামূলক চিত্র দেখলে যে কেউই বুঝতে পারবেন, একাডেমিয়া এবং দেশ ও মানুষের কল্যাণের চিন্তাই আমার জীবনের ব্রত। সেই অভিযাত্রায় সত্য প্রকাশ ও অসত্যকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করার অনুরোধ করছি।

কুবি শিক্ষকদের উচ্চমানের জার্নালে প্রকাশনা

Journal Ranking
(Q1)
(Q2)
(Q3)
Impact Factor

Prof. Dr. AFM Abdul Moyeen
(11.3) Convergence of business, innovation, and sustainability at the tipping point of the sustainable development goals (*Journal of Business Research*)

Prof. Dr. Md. Ashaduzzaman
(4) pH regulated lactose inspired fabrication of zinc oxide nanoparticles for insulin sensing by LSPR absorption. (*Heliyon,2023*)

Prof. Dr. Shapan Chandra Majumder

(11.1) The impact of tourism on the women employment in South American and Caribbean countries. (*International Journal of Contemporary Hospitality Management*)
(3.3) Investigating the Influence of Tourism, GDP, Renewable Energy, and Electricity Consumption on Carbon Emissions in Low-Income Countries (*MDPI*)

Prof. Dr. Mohammed Mizanur Rahman

(4) Does intellectual capital drive bank's performance in Bangladesh? Evidence from static and dynamic approach. (*Heliyon, 2023*)
(2.3) Determinants of the Cost of Financial Intermediation: Evidence from Emerging Economies. (*International Journal of Financial Studies , 2023*)
(2.2) Corruption disclosure practices of Islamic and conventional financial firms in Bangladesh: The moderating role of Big4 (*journal of Islamic Accounting and Business Research , Emerald Publisher, 2023*)

Dr. Md. Shahadat Hossain

(7.2) Highly active macrocyclic nickel (II) complex for hydrogen evolution reaction in neutral aqueous conditions. (*International Journal of Hydrogen Energy (ELSEVIER), 2023*

Sharmin Akther Rupa,
Dr. A. K. M. Royhan Uddin, Abdul Majed Patwary

(3.9) Synthesis of a novel hydrazone-based compound applied as a fluorescence turn-on chemosensor for iron (III) and a colorimetric sensor for copper(II) with antimicrobial, DFT and molecular docking studies (*RSC Advances, 2023*)

Muhammad Shajib Rahman,
Md Jahid Hasan

(2) Does Trade Openness Affect Global Entrepreneurship Development? Evidence from BRICS Countries. (*Annals of Financial Economics*)
(4) Antecedents and effect of creative accounting practices on organizational outcomes: Evidence from Bangladesh. (*Heliyon, Elsevier*)

Rifat Nahrin,
Prof. Dr. Shapan Chandra Majumder

(3.3) Economic Growth and Pollution Nexus in Mexico, Colombia, and Venezuela (G-3 Countries): The Role of Renewable Energy in Carbon Dioxide Emissions . (*MDPI*)

Md Jahid Hasan,
Muhammad Shajib Rahman

(4) The effect of social media entrepreneurship on sustainable development: Evidence from online clothing shops in Bangladesh (*Heliyon*)
(4) Determinants of eco-innovation initiatives toward sustainability in manufacturing SMEs: Evidence from Bangladesh. (*Heliyon*)

Debashis Sen

(4.3) Electrochemical Biosensor Arrays for Multiple Analyte Detection (*Chemistry - A European Journal*)
(5.9) Selective Aptamer Modification of Au Surfaces in a Microelectrode Sensor Array for Simultaneous Detection of Multiple Analytes (*ACS Applied Nano Materials*)

Mohammad Atiqur Rahman

(5.9) Three-Dimensional Sulfonated Graphene Oxide Proton Exchange Membranes for Fuel Cells. (*ACS Applied Nano Materials*)

Jannatul Fardous

(7.9) Subcutaneous angiogenesis induced by transdermal delivery of gel-in-oil nanogel dispersion. (*Biomaterial advances*)
(4.12) Prevention and Repair of Ultraviolet B-Induced Skin Damage in Hairless Mice via Transdermal Delivery of Growth Factors Immobilized in a Gel-in-Oil Nanoemulsion. (*ACS Omega*)

Kazi Omar Siddiqi

(1.1) Does Supervisory and Co-Worker Support Reduce Work-Family Conflict among Nurses in Bangladesh? The Moderating Effect of Technostress. (*Employee Responsibilities and Rights Journal*)

infographics by Jannatul Fardausi

সকলকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান উপাচার্যের

বার্তা প্রতিবেদক

'আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে লিডিং পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই। শিক্ষার্থীদের ক্রিটিকাল থিংকিং, অথেন্টিক লার্নিং বাড়াতে চাই। ওপেন ডিসকাশনের সুযোগ দিতে চাই। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আমার যে লক্ষ্য সেখান থেকে কেউ সরাতে পারবে না। সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চাই।'

মালয়েশিয়ার দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশীয় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) চুক্তি থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে উপকৃত হবে সেই সম্পর্কিত একটি 'তথ্য শেয়ারিং' সেমিনারে এ কথা বলেন কুবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

মঙ্গলবার (৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা শিক্ষা অনুষদের কনফারেন্স কক্ষে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য আরও বলেন,'যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ, পাবলিকেশন্স, নতুন নতুন নলেজ বেশি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পৃথিবীর প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা চাই এই এমওইউ চুক্তির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা রিসার্চ, পাবলিকেশন্স, জয়েন্ট রিসার্চ

মেমোরান্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (এমওইউ) চুক্তি থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে উপকৃত হবে সেই সম্পর্কিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। ছবি: জনসংযোগ দপ্তর

বাড়াবে। আমাদের রিসার্চ যাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। আমাদের শিক্ষার্থীরা যখন সেখানে স্কলার হিসেবে যাবে, সফলতার স্বাক্ষর রাখবে তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ বাড়বে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ও রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ইউনিভার্সিটি অব মালয়েশিয়া সারাওয়াক ও সানওয়ে ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে তা দেখান এবং কীভাবে শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়তে যাবে তাও জানান।

কুবিতে দুর্নীতি বিরোধী র‍্যালি

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা দপ্তরের আয়োজনে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান-২০২৩ উপলক্ষে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার (২১ জুন) সকাল ১১ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। এরপর আশেপাশের সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক হয়ে শিক্ষকদের ব্যাডমিন্টন কোর্টে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়।

'দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, প্রক্টর কাজী ওমর সিদ্দিকী, র‍্যালির আয়োজক এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. মুহা. হাবিবুর রহমান।

র‍্যালি শেষে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী রকিব হোসেনের সঞ্চালনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপাচার্য বলেন,'শুধু কথায় নয় কাজে প্রমাণ করতে হবে। আমি অফিসে আসি না কিন্তু বেতন নিচ্ছি এটাকেই বলে দুর্নীতি। দুর্নীতির জন্য শাস্তি দেওয়াই যায়। কিন্তু এখিক্স, মোরালিটি, ভ্যালু এই তিনটি জিনিস না থাকলে দুর্নীতি আইন দিয়েও বন্ধ করা যাবে না।'

তিনি আরও বলেন,'আমরা এই বছর থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার চালু করবো। যারা ভালো কাজ করবে তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে।'

ছাত্র পরামর্শক ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. মুহা. হাবিবুর রহমান বলেন,'নীতি বহির্ভূত যেকোনো কাজই দুর্নীতি। আমার কাজটি যদি আমি ঠিকমতো করতে পারি সেটি নীতি, কিন্তু যদি না করি সেটা দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর করতে মিথ্যা কথাও পরিহার করতে হবে। সত্যের পথে থাকলে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।'

এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সে কুবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি

বার্তা প্রতিবেদক

অ্যালপার ডগার (এডি) সায়েন্টিফিক ইনডেক্স ২০২৩ এর বিশ্বসেরা গবেষকদের তালিকায় স্থান পেয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮ জন গবেষক। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছেন ৭৪ জন এবং শিক্ষার্থী ১৪ জন। শুক্রবার (৩০ জুন) এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টি জানা যায়।

বিভিন্ন মানদন্ড ও অ্যাকাডেমিক বিষয় বিশ্লেষণ করে এই তালিকা প্রকাশ করেছে অ্যালপার ডগার নামের সংস্থাটি। এ তালিকার সর্বশেষ সংস্করণে বিশ্বের ২১৮ টি দেশের ২১ হাজার ৯৭৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ লাখ ৫১ হাজার ১৪ জন গবেষক স্থান পেয়েছেন।

তালিকায় প্রকাশিত গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'আমি অবশ্যই খুবই আনন্দিত। অবশ্য আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজ বাড়াতে যেভাবে উন্নতমানের জার্নালে প্রকাশনার জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়েছি, যেমন শিক্ষকদের প্রমোশন, নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চমানের প্রকাশনাকে আমি একমাত্র গুরুত্ব দিয়েছি, তাতে আজকের এই সাফল্য প্রত্যাশিত ছিল।'

তিনি আরও বলেন, ভালো প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের তহবিল দিয়ে অ্যাওয়ার্ড চালু করেছি, দেশের অনেক লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এই স্ট্রাটেজিগুলো অনুসরণ করছে। আমার নেওয়া পদক্ষেপগুলো চালু থাকলে ক্রমাগত আমাদের ইমেজ বাড়তে থাকবে। এভাবেই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় হবে।

উল্লেখ্য, এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্স গুগল স্কলারের রিসার্চ প্রোফাইলের ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের বিগত বছরের গবেষণার এইচ ইনডেক্স, আইটেন ইনডেক্স ও সাইটেশন স্কোরের ভিত্তিতে এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। অ্যালপার ডগারের নিজস্ব ওয়েবসাইটে গত ১ এপ্রিল ২০২৩ সংস্করণে নতুন এই তালিকা প্রকাশিত হয়।

গবেষণা

স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশনায় উল্লেখযোগ্য আগ্রহ বাড়ছে কুবি শিক্ষকদের

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড এ এফ এম আবদুল মঈন নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে নিতে সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের গবেষণার প্রতি। গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা যেন গবেষণা করতে পারেন তার জন্য নিয়েছেন নানা উদ্যোগ।

প্রথমবারের মতো শিক্ষকরা যেন গবেষণায় মনোযোগী হতে পারেন তার জন্য যে সকল শিক্ষক 'High impact factor journal' এ প্রকাশনা করেছেন তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড। তাছাড়া বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর এবং গবেষণা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার গবেষণায় আগ্রহ বাড়িয়েছে শিক্ষকদের মাঝে। ফলস্বরূপ শিক্ষকদের মধ্যেও বেড়েছে গবেষণার প্রতি আগ্রহ এবং বেড়েছে High impact factor journal এ গবেষণা প্রকাশ হওয়ার তালিকাও।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় সম্প্রতি কিউ ওয়ান জার্নালে গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে এমন কয়েকজন শিক্ষক হলেন, রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান, একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. সজিব রহমান, ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. জাহিদ হাসান এবং অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদারসহ আরও অনেক শিক্ষক।

অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বর্তমান মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. এ এফ এম আবদুল মঈন স্যার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকেই গবেষণায় গুনগত মান, স্কোপাস ইন্ডেক্স এবং হাই ইমপেক্ট ফেক্টর জার্নালে প্রকাশনাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন যখন গবেষণায় শিক্ষকদের সরাসরি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা এবং উদ্বুদ্ধ করেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার একটা সুন্দর ও স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে গবেষণা। আমি চাই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণামুখী পরিবেশ তৈরি হোক। এজন্য আমরা বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছি। যেমন আমরা ভর্তি তহবিল থেকে গঠিত ফান্ড দিয়ে যারা হাই কোয়ালিটির জার্নালে প্রকাশ করবে তাদের ভাইস-চ্যান্সেলর পুরস্কার চালু করেছি। তাছাড়া শিক্ষক নিয়োগের আবেদনে যাদের হাই-র‍্যাংকড জার্নালে প্রকাশনা আছে তাদের গুরুত্ব দিচ্ছি। এসমস্ত কারণে গত এক বছরে অনেক গবেষণা বেড়েছে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় শুধু কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ই উপকৃত হবে এমন না। এর একটা প্রভাব কিন্তু অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও পরবে।'

শনিবার
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি.
১৫ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,
১৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫
হিজরি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

স্যাটেলাইট যাবে চাঁদে, দলে আছেন কুবি শিক্ষার্থী সঞ্জিত

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সঞ্জিত মন্ডল ও তার দলের (টিম বাংলাদেশ) তৈরি একটি স্যাটেলাইট ন্যাশানাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা) একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

টিম বাংলাদেশের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো রোবটিক্স স্পেশালিস্ট ও কুবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ১০ম ব্যাচের শিক্ষার্থী সঞ্জিত মন্ডলের সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে জানা যায়।

সঞ্জিত জানান, স্যাটেলাইটের যাবতীয় সরঞ্জাম নাসা আমাদেরকে প্রোভাইড করেছে। এটুআই (a2i) আমাদের ল্যাব সাপোর্ট দিচ্ছে। নাসা আমাদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও রেখেছে। আমি ও আমাদের দল সফলভাবে আমাদের ভার্চুয়াল ট্রেনিংটি সম্পন্ন করেছি। আমাদের স্যাটেলাইট তৈরির পর ঐ স্যাটেলাইটের প্রোগ্রামিং আমাদেরই করতে হবে এবং খুব সম্ভবত সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে বাংলার মাটি থেকে নির্মিত প্রথম স্যাটেলাইট অবতরণ করবে চাঁদের মাটিতে।

তিনি জানান, আমাদের স্যাটেলাইট তৈরির কাজটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা নাসার কাছে জমা দিব। নাসা আরও বাচাই-বাছাই শেষ করে সবুজ সংকেত দিলেই আমাদের তৈরি স্যাটেলাইটটি সম্ভবত ২০২৪ সালে চাঁদে পৌঁছে যাবে। স্যাটেলাইট চাঁদের যাওয়ার পর আমরা স্যাটেলাইট থেকে চাঁদের সব ধরনের তথ্য সরাসরি বাংলাদেশে বসেই পাব। আমরা সেই ডাটাগুলো অ্যানালাইসিস করবো আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে ব্যবহারের জন্য।

'আমাদের টিমের নাম টিম বাংলাদেশ, আমি টিমের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রো রোবটিক্স স্পেশালিস্ট এর দায়িত্বে আছি। আমাদের টিমের টিম লিডার জাহিদ হাসান শোভন (ইয়ং প্রফেশনাল এটুআই)।'

এই সময় তিনি কুবি বার্তাকে জানান, 'চাঁদে যাওয়ার তারিখ নাসা আমাদের জানাবে। তাই আগেভাগে কিছু বলতে পারছি না। তবে উৎক্ষেপণের কয়েক মাস আগে জানতে পারব।'

উল্লেখ্য, টিম বাংলাদেশ যে স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ করছি সেটি পৃথিবীর সর্বাধুনিক ফেমটো স্যাটেলাইটগুলোর একটা। এটি আয়তনে ছোট, অত্যন্ত কম ভরসম্পন্ন এবং দ্রুততম সময়ে ডাটা ট্রান্সমিশনযোগ্য একটি স্যাটেলাইট।

ছবি: সঞ্জিত মন্ডল

দুর্নীতি বিষয়ক মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের প্রেক্ষিতে উপাচার্যের বক্তব্য

বার্তা প্রতিবেদক

উপাচার্য

অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন

প্রিয় গণমাধ্যমকর্মী ও নাগরিকবৃন্দ,
শুভেচ্ছা নিবেন। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর পাঠানো আমার দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রেক্ষাপটবিহীন কয়েকটি খণ্ডিত বাক্য (যা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 'ক্রিটিকাল থিংকিং' নিয়ে আলোচনার সময় প্রশ্ন করে বলা হয়) সংবাদ আকারে প্রকাশ করা হয়। ক্যাম্পাস থেকে প্রস্তুতকৃত 'সংবাদটি আমার আলোচনার একটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অংশকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে আমার ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ করা হয়। কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ছাড়া এবং আমার আলোচনার কোনো ব্যাখ্যা না চেয়ে আলোচনার মূলভাবকে বিকৃত করে পাঠানো ওই 'সংবাদটিকে' পরিকল্পিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হয়েছে বলে আমার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রকৃত ঘটনাটি বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য আমি নির্মোহভাবে আপনাদের জানাতে চাই। আমি নতুন ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছি, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে 'ক্রিটিকাল থিংকিং উন্নত করার প্রতি জোর দিতে হবে, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রায়োগিক শিক্ষাও অর্জন করতে হবে। বক্তব্যের এক পর্যায়ে 'ক্রিটিকাল থিংকিং' কীভাবে করা হয়, তা বোঝাতে গিয়ে আমি দুর্নীতি ও দৃশ্যমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধরনের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক রয়েছে বা তার বিপরীত তত্ত্ব কী হতে পারে- তদসম্পর্কে আলোচনা করেছি। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কোনোভাবেই 'দুর্নীতি হচ্ছে বলে বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে: কুবি উপাচার্য এমন কোনো কথা আমি বলিনি। প্রকৃতপক্ষে, 'বাংলাদেশ' শব্দটিও উচ্চারণ করিনি।

আমার বক্তব্যের মূল কথা, কীভাবে শিক্ষার্থীদের 'ক্রিটিকাল' চিন্তার উন্মেষ ঘটানো যায় এবং কীভাবে তারা

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

গবেষণা ও প্রকাশনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিএসআইআর এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

বার্তা প্রতিবেদক

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের (বিসিএসআইআর) সাথে পাঁচ বছরের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। চুক্তিটি প্রতি পাঁচ বছর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন হবে।

বিসিএসআইআরের পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলি শেখ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

মোট আটটি ধারায় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো- জার্নাল আর্টিকেল শেয়ারিং, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য আদান-প্রদান, সেই বিষয়ে সম্মেলন সেমিনার, যৌথ তত্ত্বাবধানে স্নাতোকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচডি প্রদান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আদান-প্রদান, যৌথ প্রকাশনা ও গবেষণা ফলাফলের পেটেন্ট প্রক্রিয়করণ, প্রতিষ্ঠান দুটির গবেষণা প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, মানসম্মত শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশনের অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছি। এই এমওইউ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা এবং শিক্ষার অগ্রগতিতে আমাদের যৌথ লক্ষ্যকে সহজতর করবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, কুবি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী।

বিসিএসআইআর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলি শেখ এর সাথে কুবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। ছবি: জনসংযোগ দপ্তর

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকের জন্য মনোনীত কুবির পাঁচ শিক্ষার্থী

বার্তা প্রতিবেদক

সমগ্র বাংলাদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৯ এর জন্য প্রাথমিকভাবে ১৭৮ জনকে মনোনীত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এর মধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) থেকে মনোনীত হয়েছে পাঁচ শিক্ষার্থী। সোমবার (১ মে) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আমিরুল হক চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৯ এর জন্য মনোনীতরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী সনিয়া আক্তার, ইংরেজি বিভাগের নূর-ই জাহান তাহিন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তাসলিমা আক্তার, আইসিটি বিভাগের তাসপিয়া সালাম, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের রিপা আক্তার।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন রিপা আক্তার। এর আগে কুবির প্রথম সমাবর্তনে চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড ও ডিন'স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। স্বপ্ন দেখেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার।

তিনি বলেন, 'শিক্ষাজীবনে ভালো ফলাফলের জন্য পুরস্কার পাওয়া সত্যিই আনন্দের বিষয়। প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৯ এর জন্য মনোনীত হয়েছি এটা সত্যি অনেক আনন্দের বিষয়। আমার এই অর্জনে পরিবারের সবাই অনেক খুশি।'

'আমি প্রথম থেকেই পড়াশোনায় নিয়মিত ছিলাম। কখনও ক্লাস ফাঁকি

>> বাকি অংশ ২ এর পাতায়

তাসলিমা আক্তার (উপরে), নূর-ই তাহিন, সনিয়া আক্তার (নিচে), রিপা আক্তার ও তাসপিয়া সালাম

প্রথমবারের মতো কুবিতে আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স

বার্তা প্রতিবেদক

প্রথমবারের মতো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ২৩০০ স্কয়ার ফিটের এই কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে আধুনিক সকল সুবিধা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক কমপ্লেক্সটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে দুটি আলাদা ড্রেসিংরুম, একটি আধুনিক সুইমিংপুলসহ একটি স্নানাগার। তিনতলা ভিত্তি সম্বলিত এ কমপ্লেক্সটি বর্তমানে শুধু একতলা পর্যন্ত নির্মিত হবে।

এই বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এ এফ এম আব্দুল মঈন জানান, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলোয়াড়দেও তেমন কোনো সুবিধা ছিলো না। কোনো আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বা আঞ্চলিক ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার মতো যথেষ্ট সুবিধাও নেই। খেলোয়ারদেও স্নানাগার বা চেঞ্জিং রুমের খুব দরকার ছিল। ছেলেদের পাশাপাশি আমরা মেয়েদেরকেও খেলাধুলায় উৎসাহিত করছি। স্পোর্টস কমপ্লেক্সটা খেলোয়াড়দের সেই সুবিধা প্রদান করবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছি যাতে কুবি আগামী তিন বছরের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। আমাদের ইচ্ছা আছে মাঠের চারপাশে গ্যালারির মতো ব্যবস্থা করতে। সরকার থেকে যে বাজেট আসবে তার থেকেই চেষ্টা করবো এই কাজগুলো শেষ করার।

কুবিতে প্রথমবারের মতো সিটিজেন চার্টার প্রকাশ

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দপ্তরে প্রথমবারের মতো সেবাগ্রহণ প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জুন) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি কমিটির সদস্য-সচিব মোহাম্মদ এমদাদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এই প্রতিশ্রুতিতে পাওয়া যাবে তিন ধরনের সেবা- নাগরিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা। নাগরিক সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও অন্য প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যাবলী ব্যতীত অন্য সকল সেবাগ্রহীতার (ছাত্র বা অভিভাবক বা অংশীজন) সাথে সম্পাদিত কার্যাবলী বা প্রদেয় সেবা।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের (ইউজিসি বা শিক্ষামন্ত্রণালয় বা স্থানীয় প্রশাসন বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি) মধ্যে সম্পাদিত কার্যাবলী বা প্রদেয় সেবা।

এছাড়া অভ্যন্তরীণ সেবার অন্তর্ভুক্ত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত (দপ্তর থেকে দপ্তর কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী) কার্যাবলী বা প্রদেয় সেবা।

এছাড়াও পুরো সিটিজেন চার্টারের কার্যাবলী ছোট আকারে তৈরি করে মূল ফটকের সামনে থাকবে। যাতে এক নজরে সবাই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে জানতে পারবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ এমদাদুল হক বলেন, 'প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দপ্তরের জন্য সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এটি আপলোড করা হয়েছে। কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। প্রতি তিন মাসে প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ রয়েছে বলে তা ধাপে ধাপে হালনাগাদ করা হবে।'

সম্পাদনা পরিষদ: মাহমুদুল হাসান, কাজী এম. আনিছুল ইসলাম, মুতাসিম বিল্লাহ ও মোহাম্মদ এমদাদুল হক। পৃষ্ঠাসজ্জা: জান্নাতুল ফেরদৌসী। সার্বিক সহযোগিতায়: অনন মজুমদার, ইমতিয়াজ হাসান, জাভেদ রায়হান, হুমায়রা কবির, ওয়াফা রিমু ও আসিফ মাহমুদ। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এবং কুমিল্লা-৩৫০০ থেকে মুদ্রিত। ওয়েবসাইট: www.cou.ac.bd.